সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন (সিএলসিসি) কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব আরিফুল হক চৌধুরী
সভার তারিখ ও সময়	:	২৯/১১/২০২২ সকাল ১১:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, সিলেট সিটি কর্পোরেশন
সভার উপস্থিতি:	:	পরিশিষ্ট 'ক'

নগরীর বিশিষ্ট নাগরিক তথা পেশাজীবিদের সমন্বয়ে গঠিত সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন (সিএলসিসি) কমিটির সভা গত ২৯/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আরিফুল হক চৌধুরী, মেয়র, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

সভার আলোচ্যসূচি:

- শুভেচ্ছা বক্তব্য
- পরিচিতি পর্ব
- সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সম্পৃক্তকরণ ও সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা
- বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের মূলসূচি সভায় অবহিত করণ
- বাজেটের প্রধান প্রধান অংশ (২০২১-২০২২ এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকৃত বাজেট সম্পর্কে আলোচনা
- চলমান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত/পরিকল্পিত প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের হোল্ডিং ট্যাক্স এর দাবী ও আদায় এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিক পর্যন্ত আদায় ও এ সমস্যা সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশগত সমস্যা এবং সিটি কর্পোরেশন ও নাগরিকদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা
- সিএলসিসি সদস্যদের নিয়ে নাগরিক জরিপ
- বিবিধ

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন, সিএলসিসি কমিটি নগর এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন পেশাজীবিদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে। নাগরিকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও সঠিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই সিএলসিসি কমিটি একটি কার্যকরী ফোরাম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সিটি কর্পোরেশনের সেবার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নাগরিকগণ যাতে খোলামেলা আলোচনা করার সুযোগ পায় এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে সমাধানের জন্য সুপারিশ করেন সেটাই এ কমিটির মূল লক্ষ্য। সঠিক সময়ে প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প বাছাইয়ে সুপারিশ, বাস্তবায়ন, অগগ্রতি, মনিটরিং এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় এ সভার নিকট থেকে সিটি কর্পোরেশন মূল্যবান মতামত প্রত্যাশ্যা করে। সভার সভাপতি সকলকে সিটি কর্পোরেশনের সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করার জন্য আহবান জানান। কর্পোরেশন হিসেবে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের যাত্রা শুরু হওয়ার পর খুব বেশি উন্নয়ন না হলেও বিগত পর পর দুই মেয়াদে সিলেট নগরীর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মেয়র মহোদয় আরো উল্লেখ করেন, পৌরসভা আমলের ১২৯ জন স্টাফ নিয়ে কর্পোরেশন চলছে। এতে কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। মাস্টার রোলভিত্তিক স্টাফের মাধ্যমে বর্তমানে কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সিলেট সিটিতে পানির সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ চলছে। কিন্তু বিগত ৩০/৪০ বছরের পুরনো পানির পাইপ লাইনে সমস্যা রয়েছে।

(চলমান পাতা-০২)

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ বদরুল হক সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আহুত সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির (সিএলসিসি) সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সদস্যবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন সিএলসিসি'র আজকের এই সভায় সিটি কর্পোরেশনের সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নগরীর সম্মানীত নাগরিকগণ মূল্যবান মতামত প্রকাশ করে সিটি কর্পোরেশনের গুণগত সেবার মান যাতে আরো বৃদ্ধি করা যায়। তিনি আলোচ্যসূচির ভিত্তিতে সভায় সিটি কর্পোরেশনের বিগত ও চলতি বছরের অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ বাজেট, রাজস্ব, অবকঠামো উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রেজেন্টেশনের জন্য কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আহবান জানান। এরপরই বিভাগীয় প্রধানগণ উপরোক্ত বিষয়ে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

প্রেজেন্টেশনের পরপরই সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট সেবার ওপর নাগরিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়। আলোচনা সমূহ নিম্নরূপ-

সিএলসিসি কমিটির সদস্য ও সভাপতি, সিলেট অনলাইন প্রেসক্লাব, জনাব মুহিত চৌধুরী বলেন, সিলেট নগরে এর আগে জলাবদ্ধতা দেখা যায়নি। মাননীয় মেয়র মহোদয় এর আগে নদ-নদীর খাল সংস্কার করেছিলেন। এ কর্মসূচির ফলে যে কর্মযজ্ঞ হয়েছে তাতে কোন জলাবদ্ধতার কারণ থাকতে পারেনা। তিনি জলাবদ্ধতার কারণ খুঁজে পাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, সেদিন দেড়-থেকে দুই ঘন্টার বৃষ্টিপাত হয়েছিল এবং এতেই শহর তলিয়ে যায়। তাই যে সকল বক্স-কালভার্ট নির্মান করা হয়েছে সেগুলোতে আরো মনিটরিং জোরদার করা দরকার যাতে পানি প্রবাহে কোন ব্যঘাত না ঘটে। তিনি সিটি কর্পোরেশনকে এ বিষয়ে শুস্ক মৌসুমে আরো উদ্যোগ নেওয়ার আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, কাজের দীর্ঘ সূত্রিতাও এর জন্য দায়ী। তিনি প্রস্তাব রাখেন, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের উপর থেকে যেন করারোপন করা না হয়। তিনি বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মানের অগ্রগতি বিষয়ে কর্পোরেশনকে বিস্তারিত তুলে ধরার অনুরোধ জানান। তিনি আরো যোগ করেন, ফুটপাতসমূহে নিম্ন মানের টাইলস লাগানো হয় যা অল্পদিনে নষ্ট হয়ে যায় তাই এ দিকে আরো নজরদারী বাড়ানো দরকার বলে মত ব্যক্ত করেন।

বিশিষ্ট পেশাজীবি এডঃ বেদানন্দ ভট্টাচার্য্য বলেন, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ধূলবালির পরিমাণ বেড়েছে। তিনি বলেন, নগরের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সাথে নাগরিকদের বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। শুধু দালান কোঠা, রাস্তাঘাট বা অবকাঠামো নির্মাণ করলেই হবে না, নাগরিকদের সুকুমার বৃত্তির চর্চা ঘটাতে হবে। বর্তমানে নগরে পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা নেই, সুপরিসর পার্ক নেই, নেই সংস্কৃতির চর্চার কেন্দ্র। তিনি কর্পোরেশনকে এসব বিষয়ে আরো উদ্যোগী হওয়ার অনুরোধ জানান। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিকদের মননে পরিবর্তন আনতে হবে এবং আগামী দিনের সুনাগরিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরী করতে পারলে সিটি কর্পোরেশনকে উন্নত ও আধুনিক নগরীতে পরিনত করতে অবদান রাখবে। তিনি বর্তমানে নামান্তরিত "সারদা" হলের নামের সংশোধন করে "শারদা হল" রাখার জন্য সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানান।

উত্তরে মেয়র মহোদয় জানান, সিলেটে সকল ধরণের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড আরো জোরদার গতিতে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বর্তমানে সিলেট নগরে আধুনিক কালচারাল সেন্টার নির্মাণ করতে প্রয়োজনীয় ডিজাইন ও প্রাক্কলন তৈরী করে সংশ্লিষ্টদের নিকট পেশ করা হয়েছে।

বিশিষ্ট পেশাজীবি ও সিলেট জেলা বার এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি এডভোকেট এমাদ উল্লাহ শহীদুল খান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সুয়ারেজ সিষ্টেম অনেক উন্নত এবং সেখানে সুয়ারেজ এর পানি ব্যবহারপযোগী করতে দেখা যায়। সিলেটে অনেক নদ-নদী রয়েছে, খাল-বিল রয়েছে। এগুলোকে ব্যাপক আকারে পরিশোধনের মাধ্যমে ব্যবহারপযোগী করতে হবে। তিনি বলেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। সেইসাথে নতুন নতুন ওয়ার্ডও সৃষ্টি হয়েছে। তাই নতুন সম্প্রসারিত এলাকায় পরিকল্পিতভাবে এসব বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে সিলেট নগরীতে অনেক বক্স-কালভার্ট নির্মাণ করতে দেখা যায়। এগুলো নিসেন্দেহে ভাল উদ্যোগ কিন্তু পানি প্রবাহে যাতে কোন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেজন্য এসকল অবকাঠামোগুলো নিয়মিত পরিস্কার করা যাতে জলাবদ্ধতা তৈরী না হয়। সেজন্য নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার অনুরোধ জানান।

(চলমান পাতা-০৩)

তাছাড়া তিনি ওয়াসা না হওয়া পর্যন্ত পানি রিসাইক্লিং করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। বন্যা বিষয়ে তিনি আরো বলেন, বক্স কালভার্ট এর ভেতরে সাটারিং এর জিনিস থেকে যায়, ফলে পানি আটকে যায় তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও অনুরোধ জানান এবং ক্বীন ব্রীজের পাশে ব্রীজ হলে শারদা হল ও আমজাদ আলী ঘড়ির অবস্থা কি হবে বলে জানতে চান।

পেশাজীবি সদস্য ডা: নাছিম আহমদ সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেয়র মহোদয় তথা সিটি কর্পোরেশনের কর আদায়ের প্রচেষ্টা চালানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আরো অধিক স্টাডি করে সভায় উপস্থাপন করা দরকার। কেননা, বর্তমান বিশ্বে বড় বড় উন্নত শহরগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 3R বা 4R এর অনুশীলন দেখা যায়। তাই আগামীতে এ বিষয়ে আরো স্টাডি করে আধুনিক ও পরিচ্ছন্ন নগর বিনির্মাণে এ বিষয়ে আরো উন্নত রিপোর্ট থাকা উচিত বলে মতামত প্রদান করেন।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল করিম কিম বলেন, সিলেট নগরীকে আধুনিক ও সুন্দর নগরীতে পরিনত করার জন্য এবং শহরের পরিবেশ উন্নত করতে নগরীতে বৃক্ষরোপন করা জরুরী। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত এলাকায় পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করা উচিত। এছাড়া তিনি যোগ করেন, যারা যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। রাস্তা-ঘাট, ড্রেনগুলো যাতে বারবার কাটতে না হয় সেজন্য পরিকল্পিতভাবে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। সিলেট নগরীর পুকুর-দীঘি, জলাধার এগুলো সংরক্ষণ করা উচিত এবং সিটি কর্পোরেশনকে এগুলোর বিষয়ে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। নগরের চৌহাট্টা পয়েন্টে ভাষা চত্বর বা স্বাধীনতা চত্বর জাতীয় কিছু স্থাপত্য নির্মাণ করা উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেন। তাছাড়াও তিনি মন্তব্য করেন, আম্বরখানা পয়েন্টে ঝুনঝুনি তৈরি করা হয়েছে সেটা ঠিক নয়। তিনি আরোও যোগ করেন, মহানগরীর চৌহাট্টা পয়েন্টে চত্বরের নামকরণ এবং সিলেট পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগার-কে উদ্ধার করার কথা বলেন।

সিএলসিসি কমিটির সদস্য রেভারেন্ড ফিলিপ সমদ্দার কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করায় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। তিনি বলেন, সিলেট নগরের খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য বরাদ্দকৃত কবর টিলার উন্নয়ন দরকার। লাশ কবরস্থ করার ক্ষেত্রে বর্তমানে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় এ বিষয়ে কার্যকর সমাধান করার জন্য মেয়র মহোদয়ের প্রতি অনুরোধ জানান।

জাইকা প্রকল্পের চীফ এডভাইজার নাওকো আনজাই বলেন, নাগরিকদের মতামত প্রদান করার জন্য আজকের এই সভা। জাইকা টিম সকল উন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করবে। নাগরিকগণ সুবিধার দিক দিয়ে কোন সিটি কর্পোরেশন কত ভালো কাজ করবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। নাগরিক তাদের মতামত যাতে জনপ্রতিনিধিদের কাছে বলতে পারে সে বিষয়ে আরোও দৃষ্টিপাত ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার আহবান জানান।

জাইকা প্রকল্পের কর্মকর্তা জনাব ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা বলেন, কোন অবস্থান থেকে সিটি কর্পোরেশন কিভাবে সেবা দিচ্ছে সেটাই মূল লক্ষ্য। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। কমিটির মতামত জানার জন্য সকলের কাছে আহবান জানান। সাম্প্রতিক বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্টজনদের কাছ থেকে যাতে মূল্যবান মতামত পাওয়া যায় সে দিকে আলোকপাত করার জন্য বলেন। তিনি সিএলসিসি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তোলে ধরেন।

(চলমান পাতা-০৪)

সভাপতি বলেন অতীতে নিজেদের ইচ্ছামত বাজেট হয়েছে। এখন থেকে আগামীতে সকলের মতামতের ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করা হবে। যাতে বাজেট ফলপ্রসু হয়। কিছু দিন পূর্বে যে বন্যা হয়েছিল তার উৎপত্তির বিষয়ে সকলের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হবে মর্মে অবহিত করেন।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) জনাব জয়দেব বিশ্বাস বলেন, স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ এবং অন্যান্য নির্দেশনা অনুযায়ী বাজেট উপস্থাপন করা হয়। বাজেটের আয় ও ব্যয় খাত তোলে ধরেন।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব অংশুমান ভট্টাচার্য্য ২০২২-২৩ অর্থ বছরের চলমান প্রকল্প সমূহ বিস্তারিত তোলে ধরেন।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব হাসিবুর রহমান পরিচ্ছন্ন খাতের এবং স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন বিষয় আলোচনা করেন।

সভাপতি বলেন, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অর্গানোগ্রাম প্রণয়নের কাজ মন্ত্রনালয়ে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়াও ২৭ টি ওয়ার্ড সহ বর্ধিত ওয়ার্ড সমূহের উন্নয়নে বরাদ্ধ রাখা হয়েছে। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করার কাজ করা হচ্ছে। পাইপলাইনে কাজ চলমান রয়েছে। এটা বাস্থবায়ন হলে নাগরিকদের পানির কষ্ট দূর হবে। ট্যাক্স আদায় করার জন্য ২০১১ সালের সরকারী গেজেট অনুসরণ করে আদায় করা হয়। করোনা কালে অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করা হয়। করোনা কালে ডাক্তার পরিবহনের জন্য ট্রান্সপোর্ট সেবা প্রদান করা হয়েছে।

জনাব সালেহ আহমদ খসরু, বিশিষ্ট কলামিষ্ট বলেন- বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে রিসাইক্লিনিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

জনাব এম.এ মান্নান বলেন, নতুন বর্ধিত ওয়ার্ড সমূহে পরিকল্পিত মাস্টার প্লান প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজ করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

জনাব ইকবাল সিদ্দিকী বলেন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সঠিক নিয়মে পরিচালনা করার জন্য।

সভায় যেসকল বিষয়ে আরো অন্যন্য বিশিষ্ট নাগরিকগণ বক্তব্য রাখেন সেগুলো হলো –

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে এবং এ বিষয়ে আগামী প্রজন্মেকে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্কুল-কলেজ তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সুন্দর ও আধুনিক শহরে রুপরেখা তৈরী করা
- নগরীতে সাংস্কৃতি কর্মকান্ড আরো জোরদার করা
- অকেজো প্রোডাকশন হাউসগুলোর ব্যবহারপযোগী করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা
- এ জাতীয় সভা আরো আয়োজন করা যাতে নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মতামত তুলে ধরা যায়।
- ইতাদি

(চলমান পাতা-০৫)

অতঃপর সভাপতি বলেন, আজকের এ সভার মূল্যবান মতামত ও সুপারিশসমূহ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে এবং এ বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে সমাধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। সভাপতি বলেন, সিটি কর্পোরেশনে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশন তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে কাংখিত সেবা প্রদানে বদ্ধ পরিকর। এক্ষেত্রে নাগরিকদেরও ভূমিকা রয়েছে বলে সভাপতি এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পগুলো ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হলে নগরের সমস্যাগুলো পর্যায়ক্রমে দূরীভূত হবে। নাগরিকদের আন্তরিক সহায়তা দরকার যাতে সময়মতো প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করা যায়। সভাপতি বলেন, ওয়ার্ডগুলোতেও যাতে নিয়মিত সভার আয়োজন করা হয় সেজন্য কাউন্সিলরগণ যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষে গ্রহণ করেন। ওয়ার্ড পর্যায় থেকে আগত মতামত ও সুপারিশ সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি ও সাধারণ সভায় আলোচনা করে পর্যায়ক্রমে সমাধানের চেষ্টা চালানো হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভার সভাপতি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(আরিফুল হক চৌধুরী)
মেয়র
ও
সভাপতি
সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং-৪৬.০৭.০০০০.০১৮.১৪.০৪৫.২১-৫৭৭

তারিখঃ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২৯ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপিঃ
১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩। সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬। জনাব ....।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

মেয়র
ও
সভাপতি
সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

(চলমান পাতা-০৬)

পরিশিষ্ট 'ক'

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

১। জনাব আরিফুল হক চৌধুরী, মেয়র, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২। জনাব মোহাম্মদ বদরুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩। জনাব ফাহিমা ইয়াসমিন, সচিব, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪। ডাঃ নাছিম আহমদ, সভাপতি, প্রাইভেট মেডিকেল এসোসিয়েশন।
৫। জনাব আব্দুল করিম কিম, সাধারণ সম্পাদক, বাপা, সিলেট।
৬। জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বকস, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৬ ও প্যানেল মেয়র-০১, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৭। জনাব এস এম শওকত আমীন তৌহিদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৮। জনাব ইকবাল সিদ্দিকী, সভাপতি, সিলেট প্রেসক্লাব।
৯। জনাব মোঃ তানভীর রহমান মোল্লা, আরবান প্লানার, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১০। জনাব মোঃ আব্দুস ছোবহান, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
১১। জনাব মুহিত চৌধুরী, সভাপতি, সিলেট অনলাইন প্রেসক্লাব।
১২। জনাব ফিলিপ সমদ্দার, রেভারেন্ড, সিলেট প্রেসবিটারিয়ান চার্চ, নয়াসড়ক।
১৩। জনাব মহানাম ভিক্ষু, আখালিয়া, নয়াবাজার, সিলেট বৌদ্ধ বিহার, সিলেট।
১৪। জনাব তাছলিমা বেগম, সিডিসি টাউন ফেডারেশন সেক্রেটারী।
১৫। জনাব মোছাঃ ফাতেমা বেগম, সদস্য, বাদমবাগিছা, সিডিসি, ইউ এন ডি পি।
১৬। জনাব মোছাঃ রেশমা বেগম, সভাপতি ৭. ৮ নং ওয়ার্ড, ইউ এন ডি পি।
১৭। লাভলী জায়গীরদার, বাদমবাগিছা, সিডিসি, নং ওয়ার্ড।
১৮। জনাব শামসুল আলম সেলিম, বিভাগীয় সমন্বয়ক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় কমিটি।
১৯। জনাব শেখ নাসির, সভাপতি, ফটোজানালিস্ট এসোসিয়েশন।
২০। জনাব আলবাব আহমদ চৌধুরী, বাজার তত্ত্বাবধায়ক, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২১। জনাব সুশেন চন্দ্র দে, বাজার পরিদর্শক, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২২। জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সহকারী কর কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৩। জনাব মোঃ জামিলুর রহমান, কর কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৪। জনাব মোঃ তারা মিয়া, সহকারী কর কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৫। জনাব মোঃ ইলিয়াছুর রহমান, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৬। জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম, কম্পিউটার অপারেটর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৭। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, হিসাব রক্ষক, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৮। জনাব কবির উদ্দিন চৌধুরী, এসেসর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
২৯। জনাব মোঃ আখতার হোসেন সিদ্দিকী, এসেসর. সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩০। জনাব মোঃ আব্দুল বাছিত, প্রধান এসেসর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩১। জনাব বেগম রেবেকা আক্তার লাকী, কাউন্সিলর (সংরক্ষিত-৮), সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩২। জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৩। বেগম মাসুদা সুলতানা, কাউন্সিলর (সংরক্ষিত-৪), সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৪। ডা: মো জাহিদুল ইসলাম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩৫। জনাব রজত কান্তি গুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক, সম্মিলিত নাট্য পরিষদ, সিলেট।
৩৬। জনাব আমিরুল ইসলাম বাবু, সাংস্কৃতিক সংগঠক, সিলেট।
৩৭। জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, চীফ রিপোটার, দৈনিক সিলেটের ডাক, সিলেট।

(চলমান পাতা-০৭)

সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

www.scc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

৩৮। জনাব সালেহ আহমদ খসরু, কলামিষ্ট, সিলেট।
৩৯। জনাব আল আজাদ, সভাপতি, সিলেট জেলা প্রেসক্লাব, সিলেট।
৪০। জনাব বেদানন্দ ভট্টাচার্য্য, এডেভোকেট, সিলেট।
৪১। জনাব ফারুক মাহমুদ চৌধুরী, সভাপতি, সুজন।
৪২। জনাব এম এ মান্নান, কদমতলী।
৪৩। জনাব সাব্বির আহমদ শিবলী, সিলেট।
৪৪। জনাব এমাদ উল্লাহ শাহিদুল ইসলাম, সভাপতি, সিলেট জেলা বার, সিলেট।
৪৫। জনাব আবুল কালাম আজাদ (লায়েক), কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৬। জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, লাইসেন্স অফিসার, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৭। জনাব এ বি এম জিল্লুর রহমান, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৮ ও প্যানেল মেয়র-০৩, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৪৮। জনাব শামসুল বাসিত মোরা, সংস্কৃতি কর্মী, সিলেট।
৪৯। জনাব মোহাম্মদ আবুল ফজল, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫০। জনাব এনামুল হক তাপাদার, সহকারী প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫১। জনাব মোঃ ফারুক আহমদ, পরিচ্ছন্ন পরিদর্শক, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫২। জনাব অংশুমান ভট্টাচার্য্য, সহকারী প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫৩। জনাব আব্দুল আলিম শাহ, জনসংযোগ কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫৪। জনাব আহমেদ মুহাইমিন চৌঃ, ব্যাক্তিগত সহকারী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৫৫। জনাব মনোয়ার সোহেল, সি ফর সি টু, জাইকা, এল জি ডি।
৫৬। জনাব নাওকো আনজাই, সি ফর সি টু, জাইকা, এল জি ডি।
৫৭। জনাব ব্রর্জ কিশোর ত্রিপুরা, সি ফর সি টু, জাইকা, এল জি ডি।
৫৮। জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ূম মুকল, আহবায়ক, লিটল থিয়েটার, সিলেট।
৫৯। জনাব বিভাষ শ্যাম যাদন, সাংস্কৃতিক কর্মী, সিলেট।
৬০। জনাব জাহেদ আহমদ সানি, সহকরী ষ্টোর কিপার (বিদ্যুৎ), সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬১। জনাব নাইম আহমদ, আইটি অফিসার।
৬২। বেগম রেবেকা বেগম, রেনু, কাউন্সিলর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬৩। ডাঃ মোস্তাফা শাহজামান চৌঃ, পরিচালক, ভি এম এ মিউজিয়াম।
৬৪। জনাব জয়দেব বিশ্বাস, সহকারী প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬৫। জনাব মোহাম্মদ নিরুজ্জামান, ডিএ, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬৬। জনাব মোঃ মুহিবুল ইসলাম, ব্যাক্তিগত সহকারী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৬৭। জনাব শামছুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।